কালের কণ্ঠ

তারিখ · 24 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৭ ২ কলাম ৭

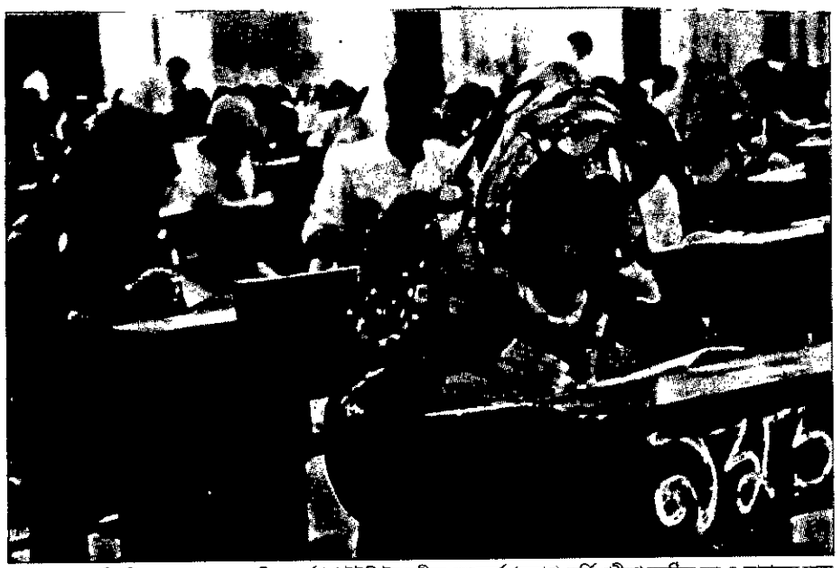

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে 'খ' ইউনিটের অধীনে প্রথমবর্ষে (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ● আমাদের সময়

সরকারি কলেজের অনার্স মাস্টার্সের পাঠদান চলছে জোড়াতালি দিয়ে

■ প্রতিনিয়ত বাড়ছে শিক্ষকের শূন্যপদ ■ শিক্ষার্থীরা নিচ্ছেন জুনিয়র সহপাঠীর ক্লাস

এম এইচ রবিন ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনেক সরকারি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্সের সিলেবাস পড়ানোর শিক্ষক নেই। এর পরও বছর শেষে নেওয়া হয় নিয়মিত সব পরীক্ষা। ক্লাস না করেই পরীক্ষায় বসছেন লাখ-লাখ শিক্ষার্থী।

রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের কলেজে শিক্ষকসংকট না থাকলেও জেলা, চরাঞ্চল, সীমান্তবর্তী এলাকার কলেজগুলোয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকশূন্যতায় কোনোরকম জোড়াতালি দিয়ে চলছে অনার্স ও মাস্টার্সের পাঠদান।

এমনই একটি বিদ্যাপীঠ লালমনিরহাট সরকারি কলেজ। এখানে উচ্চ মাধ্যমিকসহ ১০টি বিষয়ের অনার্স ও ৩টি বিষয়ে মাস্টার্স চালু রয়েছে। কোনো বিষয়ে আছেন মাত্র একজন শিক্ষক, কোনোটিতে নেই। তবু চলছে অনার্স ও মাস্টাসের কোর্স কারিকুলাম। বিষয়ভিত্তিক ৮শ থেকে ৯শ শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একজন করে শিক্ষক। নিয়মানুযায়ী, অনার্স-মাস্টার্স কলেজে প্রতি বিষয়ে ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা।

এই কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুবকর সিদ্দিক জানান, শিক্ষকসংকটের ফলে চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে পাঠদান। প্রাণিবিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে একজন করে শিক্ষক আছেন। প্রতি বিষয়ে প্রায় ১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষকের পক্ষে কোনোভাবেই পাঠদান করা সম্ভব নয়। খণ্ডকালীন কিছু শিক্ষক দিয়ে কোনোরকমে ক্লাস চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পিএসসি ও মাউশি সমন্বিত কাজ করলে শিক্ষকসংকট দূর করা দ্রুত সম্ভব হবে। এভাবে ক্লাস না নিয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স কারিকুলাম পরিচালনা করা সমীচীন নয়। এমনিতেই লেখাপড়ার মান প্রশ্নবিদ্ধ। শিক্ষকসংকট দূর করার জন্য সরকারের সদিচ্ছা দরকার।

লালমনিরহাট সরকারি কলেজ থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সরকারি জসমুদ্দিন কাজী আবদুল গণি কলেজ। এখানেও,রয়েছে শিক্ষকসংকট। এই কলেজে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য সম্প্রতি লালমনিরহাট সরকারি কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়েছে শিক্ষা প্রশাসন।

অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে লালমনিরহাট সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নূর নাহার বেগম বলেন, ৮৫ কিলোমিটার দূরের কলেজে গিয়ে ক্লাস নেওয়া কঠিন ব্যাপার। আমাদের কলেজেও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই।

শিক্ষকসংকটের বিষয়ে সরকারি জসমুদ্দিন কাজী আবদুল গণি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান বলেন, তার কলেজে দর্শন বিভাগে ১৫শ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ৫৪৮ ও রসায়ন বিভাগের ৬৩০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষকও নেই। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শাখার সবচেয়ে কঠিন বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষকসংকট রয়েছে।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। এখানেও পাঠদানের জন্য নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। কলেজের অধ্যক্ষ মো. আ. রশীদ জানান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে শিক্ষক নেই। শিক্ষা প্রশাসন চিঠি দিয়ে কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তিনজন শিক্ষককে মার্কেটিংয়ের ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

নিজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত বিষয়ের দায়িত্ব পালন করা অনেক কঠিন বলে জানান একই কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল করিম। তিনি বলেন, অন্যদের কোনোরকমে সিলেবাস এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৮

সরকারি কলেজের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। কারণ ক্লাস হোক আর না-হোক পরীক্ষা নিতে হবে।

নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. আবদুল গফ্ফার বলেন, ৩২টি পদের মধ্যে ১০টি পদ শূন্য। নিরুপায় হয়ে মাস্টার্স পাস করা শিক্ষার্থীদের দিয়ে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। শূন্য পদে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়ে কলেজের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. শামসুল আলম বলেন, ৩ বছর ধরে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস) ও অনার্স শ্রেণির ছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছি। একজন শিক্ষকের পক্ষে ১৫শ ছাত্রীর দায়িত্ব পালন করা কঠিন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) তথ্যানুযায়ী সারা দেশে ৪টি আলিয়া মাদ্রাসাসহ ৩১২টি সরকারি কলেজ ও ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (নতুন জাতীয়করণ ছাড়া) রয়েছে। এসব কলেজে ১৫ হাজার ৬৩৮টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে অধ্যক্ষ ১১৩টি, অধ্যাপক ২২৯টি, সহযোগী অধ্যাপক ১১৯টি, সহকারী অধ্যাপক ৩৩৯টি ও প্রভাষক ২ হাজার ২২২টি পদ শূন্য। অর্থাৎ ২০ শতাংশ পদই শূন্য।

এ বিষয়ে মাউশি উপ-উপরিচালক (কলেজ) মো. মোস্তফা কামাল বলেন, সরকারি কলেজে শিক্ষকসংকট দীর্ঘদিনের। নিয়মিত পদোন্নতি না হওয়া, নতুন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ না হওয়ায় এ সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অনার্স-মাস্টার্সে নতুন অনেক বিষয় চালু করা হচ্ছে, কিন্তু সেসব স্থানে পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ধার করা বা অন্য বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে কোনোমতে ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে।

জেলা ও উপজেলা শহরে অবস্থিত কলেজগুলোয় শিক্ষকসংকটের তীব্রতার তথ্য পাওয়া গেছে অধ্যক্ষদের সম্মেলনেও।

এতে দেখা গেছে, রাজধানীর ঢাকা কলেজে ২শ পদের বিপরীতে ২২৪ জন, তিতুমীর কলেজে ১৭৪ পদের বিপরীতে ১৯৮ জন, সরকারি বাঙলা কলেজে ১১৭ পদের বিপরীতে ১৪৫ জন, সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ২৩ পদের বিপরীতে ৪১ শিক্ষক রয়েছেন। যদিও সম্মেলনের পর কিছু শিক্ষককে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে বলে জানা গেছে মাউশি সূত্রে।